



9519 - আসমানী কতিবসমূহের প্রতি ঈমান আনার হাকিকত

প্রশ্ন

আসমানী কতিবসমূহের প্রতি ঈমান বলতে কী বুঝায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আসমানী কতিবসমূহের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: এক.

সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করা যবে, সবগুলো আসমানী কতিব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযলি হয়েছে। বাস্তবে আল্লাহ তাআলা এই বাণীসমূহ দিয়ে কথা বলছেন। এ বাণীসমূহের মধ্যে কোনটি ফরেশেতার মাধ্যম ছাড়া পরদার আড়াল থেকে সরাসরি আল্লাহর নিকট হতে শ্রবণীয়। এর মধ্যে কোনটি ফরেশেতার মাধ্যমে রাসূলের নিকট পৌঁছেছে। এর মধ্যে কোনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করছেন। “আল্লাহ কোন মানুষের সাথে কথা বললে বলবে ওহীর মাধ্যমে অথবা পরদার আড়াল থেকে অথবা কোন দূত পাঠানোর মাধ্যমে; যবে দূত আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তনিযা চান সবে ওহী পৌঁছে দেন। নিশ্চয় তনি মহীয়ান, প্রজ্ঞাশালী।” [সূরা আশ্ শুরা, আয়াত: ৫১] আল্লাহ আরো বলেন: “আর আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরিকিথাবলছেন।” [সূরা নসিা, আয়াত: ১৬৪] আল্লাহ তাআলা তওরাতের ব্যাপারে বলেন: “আর আমি তার জন্য ফলকসমূহে লিখে দিয়েছি প্রতিযকে বিষয়রে উপদশে এবং প্রতিযকে বিষয়রে বিস্তারতি ব্যাখ্যা।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৫]

দুই.

এ কতিবসমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যগুলো বিস্তারতি বিবরণ উল্লেখ করছেন সেগুলোর প্রতি বিস্তারতিভাবে ঈমান আনা। এ ধরনের কতিবগুলো হচ্ছে- কুরআন, তওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর, সহফায়ে ইব্রাহিম ও সহফায়ে মুসা। এ কতিবগুলোর কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করছেন।

আর আল্লাহ যবে কতিবগুলোর কথা এজমালভাবে উল্লেখ করছেন আমরা সবে কতিবগুলোর প্রতি এজমালভাবে ঈমান আনব। ঠিকি যাইভাবে আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান আনার নিদশে দিয়েছেন- “বলুন, আল্লাহ যবে কতিব নাযলি করছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করছি।” [সূরা আশ্ শুরা, আয়াত: ১৫] তনি.

এ কতিবসমূহে উল্লেখিত যবে সংবাদগুলো সহহি সনদে জানা গছে সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা। যমেন- কুরআনের



সংবাদসমূহ। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের যৎ সংবাদগুলোতে পরবর্তন বা বকিত্ব ঘটনোসে সংবাদসমূহের প্রতি ঈমান আনা।

চার.

এই বিশ্বাস পোষণ করা যৎ, আল্লাহ তাআলা কুরআনকে সকল কিতাবের উপর ফয়সালাকারী ও সত্যায়নকারীরূপে প্রেরণ করছেন। “আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযলি করছি যথাযথভাবে, এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সত্যায়নকারী (মুসাদ্দকি) ও তদারককারীরূপে (মুহাইমনি)।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৪৮] তাফসরিকারগণ বলেন, মুহাইমনি অর্থ হচ্চে- কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ফয়সালাকারী, সাক্ষী ও সত্যায়নকারী। অর্থাৎ সৎ কিতাবসমূহে যা কিছু সত্য কুরআন তার সত্যায়ন করবে এবং যা কিছুতে বকিত্ব, পরবর্তন ও পরবর্তন ঘটছে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং সৎ কিতাবসমূহের বধিनावলীকে রহিত করবে; তথা পূর্ববর্তী বধিানসমূহ উঠিয়ে দাবে অথবা নতুন বধিবধিান আরোপ করবে। অতএব, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অনুসরণকারী যদি হঠকারী না হয় তাহলে তাকে কুরআনের কাছে নত স্বীকার করতে হবে। “ঐসব ব্যক্তিআমি এ(কিতাবের) পূর্বে যাদেরকে কিতাব দয়িছেলাম, তারা এ(কিতাবের) প্রতি ঈমান রাখে। এবং যখন তাদের নকিট এই কিতাব তলিাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, ‘আমরা এর প্রতি ঈমান এনছে, নিশ্চয় এটা আমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। নিশ্চয় আমরা এর পূর্বেও মুসলমি ছলাম।’”[সূরা কাসাস, আয়াত: ৫২-৫৩]।

উম্মতে মুহাম্মাদরি প্রতিটি সদস্যেরে কর্তব্য হচ্চে- প্রকাশ্যে ও গোপনে এই কুরআনের অনুসরণ করা, কুরআনকে আঁকড়ে ধরা, কুরআনের হক আদায় করা। ঠকি যভাবে আল্লাহ তাআলা নরিদশে দয়িছেন- “এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করছি, খুব মঙ্গলময়। অতএব, এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর-যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৫৫] কুরআন আঁকড়ে ধরা ও কুরআনের হক আদায় করার অর্থ হচ্চে- কুরআন যা কিছুকে হালাল ঘোষণা করছে সেগুলোকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করা, কুরআনের নরিদশেরে প্রতি অনুগত হওয়া, ধমকরি বধিাবলী হতে দূরে থাকা, দৃষ্টান্তসমূহ থেকে উপদেশে গ্রহণ করা, কাহনীসমূহ হতে শক্িয়া গ্রহণ করা, মুহকাম আয়াতেরে জ্ঞান অর্জন করা, মুতাশাবহি আয়াতেরে প্রতি আত্মসমর্পন করা, কুরআন নরিধারতি সীমারখেয় থমে যাওয়া, কুরআন রক্ষার্থে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, কুরআন মুখস্ত করা, তলিাওয়াত করা, এর আয়াতাবলী নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করা, রাতদনি কুরআন দয়িে নামায পড়া, কুরআনেরে কল্যাণে কাজ করা, ইলমেরে ভিত্তিতে কুরআনেরে দকিে দাওয়াত দয়িে। আসমানী কিতাবেরে প্রতি ঈমানার মাধ্যমে বান্দা অনেকেগুলো উপকার লাভ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার অত্যধকি গুরুত্বেরে বধিটি অবহতি হওয়া। তাইতো তিনি প্রত্যকে কওমকে দকিনরিদশেনা দয়োর জন্য আলাদা আলাদা কিতাব পাঠয়িছেন। ২. শরয়িত বা আইন আরোপেরে ক্ষতেরে আল্লাহ তাআলার হকেমত সম্পর্ক জানা। তাইতো তিনি প্রত্যকে কওমেরে পরবিশে-পরস্থিতরি উপযোগী শরয়িত (আইন) প্রদান করছেন। তিনি বলছেন: “আমি তোমাদেরে প্রত্যকেকে একটি আইন ও পথ দয়িছি।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৪৮] ৩. আল্লাহ তাআলার এই মহান নয়োমতেরে শুররয়ী আদায় করা। ৪. কুরআন তলিাওয়াত, কুরআন



গবষণা, কুরআনের অর্থ বুঝা ও সঠিক অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে কুরআনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা। আল্লাহই ভাল জানেন। দেখুন:

আলামুস সুন্নাহ আল-মানশুরা (৯০-৯৩) এবং শাইখ উছাইমীনরে উসুল ছালাছ এর ব্যাখ্যা (৯১, ৯২)।